দৈনিক ইনকিলাব

102

তারিখ JAN 26 1999
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

শামসুর রাহমানের হত্যা চেষ্টার প্রতিবাদে নাগরিক সমাবেশ

মাদ্রাসায় কতটা ধর্মশিক্ষা দেয়া হচ্ছে তা তদন্ত ও মৌলবাদী শক্তিকে প্রতিহত করার আহবান

স্টাফ রিপোর্টার ঃ কবি শামসুর রাহমানের কথিত হত্যা প্রচেষ্টার প্রতিবাদে সর্বস্তরের নাগরিক সমাবেশে বক্তাগণ বলেছেন, শামসুর রাহমানের উপর হামলা শুধু একজন ব্যক্তির উপর হামলা নয়, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, গণতন্ত্র ও মুক্তিবুদ্ধি চর্চার উপর হামলা। একাত্তরের পরাজিত শক্তি এই হামলা চালিয়েছে। তারা এই হামলার বিচার দাবী করে বলেন, স্বাধীনতার পক্ষের সকল শক্তি দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মত আবারও যুদ্ধ করে স্বাধীনতাবিরোধী মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তিকে প্রতিরোধ করতে হবে। সমাবেশে দেশের মাদ্রাসাগুলোতে কতটা ধর্মশিক্ষা দেয়া হচ্ছে তা তদন্তে একটি কমিটি গঠনের দাবী জানানো হয়।

নাগরিক প্রতিরোধ কমিটি গতকাল (সোমবার) বিকেলে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এই সমাবেশের আয়োজন করে। প্রফেসর কবীর চৌধুরী সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন। আওয়ামী লীগ ও বামপন্থী রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবী নেতৃবৃন্দ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। সর্বস্তরের নাগরিকদের সমাবেশ বলা হলেও মূলতঃ এনজিওদের অর্থায়ন ও তত্ত্বাবধানে নগরীর বিভিন্ন এলাকা থেকে বাসে করে ছিন্নমূল নারী-পুরুষ ও কিশোরদের সমাবেশে জড়ো করা হয়। সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল শহীদ মিনার থেকে জাতীয় প্রেস ক্লাবে গিয়ে শেষ হয়। প্রফেসর কবীর চৌধুরী সমাবেশে ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। তাতে বলা

শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

নাগরিক সমাবেশ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হয়, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় '৭১-এর যুদ্ধাপরাধী, গণহত্যাকারী ও '৭৫-এর খুনী এবং মৌলবাদী ধর্মান্ধ গোষ্ঠী জোটবদ্ধ হয়েছে প্রগতিবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক জনগণকে আবার আঘাত হানতে। রাজনৈতিক পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই একটি সংঘবদ্ধ অপশক্তি আরো বড় ধরনের কোন অঘটন ঘটিয়ে দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির চেষ্টায় আইন-শৃংখলা ব্যবস্থায় বিপর্যয় আনার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। স্বাধীনতা বিরোধী, মৌলবাদী-প্রতিক্রিয়াশীল এই অপশক্তি খুনী চক্রকে যে কোন মূল্যে রুখতেই হবে। সমাবেশে বক্তাগণ '৭৩-এর আইন অনুযায়ী ট্রাইব্যুনাল গঠন করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি অবিলম্বে বন্ধ করার দাবী জানান।

সভাপতির বক্তব্যে প্রফেসর কবীর চৌধুরী বলেন, দেশের আজকের অবস্থা হঠাৎ করে হয়নি, ধারাবাহিকভাবে হয়েছে। আমরা মৌলবাদের বিরুদ্ধে কঠিন কথা বলেছি। কিন্তু সমাজের সর্বস্তর থেকে যেভাবে কথা বলা দরকার ছিল তা বলা হয়নি। কথা এলে মৌলবাদকে প্রতিহত করা যেত। তিনি বলেন, নানা অপশক্তির বিরুদ্ধে মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক অপশক্তি বড়। এর বিরুদ্ধে সরকার ও প্রশাসন যথাযথ ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়েছে। আগামীতে ভূমিকা রাখতে না পারলে চড়া মাশুল দিতে হবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, সরকার আগামীতে মৌলবাদীদেরকে প্রতিরোধ করবে।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা ডাঃ এস এ মালেক, পানিসম্পদ মন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক, বিচারপতি কে এম সোবহান, আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য আমির হোসেন আমু, ঢাকার মেয়র মোহাম্মদ হানিফ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি প্রফেসর খান সারোয়ার মুর্শিদী, বিএফইউজে (ইকবাল-আজাদ) সভাপতি ইকবাল সোবহান চৌধুরী, ঘাদানিকের আহবায়ক সৈয়দ হাসান ইমাম, বার কাউন্সিলের সভাপতি ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম, এডাব চেয়ারম্যান কাজী ফারুক আহমদ, মুক্তিযোদ্ধা সংসদের চেয়ারম্যান প্রিন্সিপাল আহাদ চৌধুরী, জাসদ নেতা কাজী আরেফ আহমদ, যুবলীগ সেক্রেটারী কাজী ইকবাল, কমিউনিস্ট পার্টি নেতা মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, কথা সাহিত্যিক সৈয়দ শামসুল হক, এম আর আখতার মুকুল, মিয়া মনসুর, গণফোরাম নেতা পংকজ ভট্টাচার্য, ব্যারিস্টার শওকত আলী খান, ছিন্নমূল বস্তিবাসী সংগঠনের ফাতেমা বেগম, ঘাদানিকের সদস্য সচিব অধ্যাপক আব্দুল মান্নান চৌধুরী, বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক প্রফেসর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, অভিনেতা আলী যাকের, সাম্যবাদী দলের দিলীপ বড়ুয়া, নাট্যকার আসাদুজ্জামান নূর, মাহবুব উদ্দিন আহমেদ বীর বিক্রম, আয়শা খানম, চৌধুরী খোরশেদ আলম, আবতারুল আলম, খুশী কবির, সালাউদ্দিন বাদল প্রমুখ। প্রফেসর হারুনুর রশিদ সমাবেশ পরিচালনা করেন।

ডাঃ এস এ মালেক বলেন, বর্তমানে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের অর্জন পুনরুদ্ধারের চেষ্টাকালে মৌলবাদী শক্তি আক্রমণ শুরু করেছে। এ আক্রমণ শুধু কবি শামসুর রাহমানের উপর নয়, এটি স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে আক্রমণ। স্বাধীনতার শত্রু মৌলবাদীদের মোকাবিলা করতে না পারলে আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। এদের প্রতিরোধের দায়িত্ব সরকারের একার নয়। স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিকে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।